মেহেরপুরে বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

“জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান”- এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাস্কর্য ভাঙচুর ও অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র মেহেরপুর জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ এর আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বিএডিসি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। মেহেরপুর জেলা বিএডিসির যুগ্ম-পরিচালক (পাটবীজ) এস এম রেজাউল হুদার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, শেখ শহিদুল্লাহ যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) যশোর পশ্চিম অঞ্চলের উপ-পরিচালক (বীপ্র) মেহেরপুর জেলা বিএডিসির উপ-পরিচালক (খামার) উপ-পরিচালক (বীজ) মোঃ হাফিজুল ইসলাম,

এ কে এম মিনহাজুল চৌধুরী, উপ-পরিচালক (আলু বীজ) উপ-পরিচালক (কঃগ্রোঃ) এনামুল হক, উপ-পরিচালক (সবজি বীজ) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ কঃগ্রোঃ) নাহিদ ইসলাম, কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক বিএম মাহমুদ হাসান, উপ-পরিচালক (খামার) ডিএম হুমায়ুন কবির, উপ-পরিচালক (পাটবীজ) আলাউদ্দিন শেখ, মাহাতাব উদ্দিন,মানিক, আক্কাস, হেলাল, হালিম, রাজ্জাক প্রমুখ।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এদেশের লাল সবুজের পতাকা ও মানচিত্রের শ্রষ্টা। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননা করা মানে বাংলাদেশের মানচিত্রকে অস্বীকার করা এবং দেশের উপর আঘাত করা।

৭১ সালেও এদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও কুচক্রীমহল ছিল, এখনও আছে। বিজয়ের মাসে এদের চিহ্নিত করতে হবে এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ এবং দোষীদের

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান বিএডিসি’র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

হরিণাকুণ্ডুতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

পাঁচ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী পরিষদ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট এ স্মারক লিপি প্রদান করেন।

স্মারক লিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচীতে কর্মচারী পরিষদের সভাপতি শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নায়েব আলীসহ পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্মারক লিপিতে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতনগ্রেড ১১তম প্রদান, শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, পদের নাম পরিবর্তন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা অফিস সুপার ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতিসহ ১১দফা উল্লেখ করা হয়।

ঝিনাইদহে ডাকাত সর্দারসহ ৬ জন গ্রেফতার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক লুন্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃত ডাকাতরা হচ্ছে জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার রুদ্রপুর গ্রামের ফেলু মন্ডলের জামাতা সজিব (৩০), হরিনাকুণ্ডু উপজেলার পদ্মনগর গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে বাবুল হোসেন (২৩), সদর উপজেলার দক্ষিণ রামনগর গ্রামের আতিয়ার বিশ্বাসের ছেলে লিটন (৩৮), সদর উপজেলার বেড়াশুলা গ্রামের সায়েম মন্ডলের ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩০), চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মৃত রমজান মালিথার ছেলে তোরাপ (৫২) এবং সদর উপজেলার মহামায়া গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলী (৪০)।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গত রোববার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে সর্দ্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের দক্ষিণ রামনগর গ্রামে গত ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রবাসী সাইদ হোসেনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতদল বাড়ির সদস্যদের অস্ত্রেও মুখে জিম্মি করে ৭ টি মোবাইল ফোন, স্বর্ণের তৈরি হাতের বালা, গলার চেইন, কানের দুল, আংটিসহ নগদ কিছু টাকা লুন্ঠন করে। এ ঘটনায় পরদিন ৫ ডিসেম্বর সাইদ হোসেনের স্ত্রী শাম্মী আক্তার বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেন।

একপর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাকাতদের সনাক্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। প্রথমেই ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলীকে পুলিশ আটক করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক পর্যায়ক্রমে ৬ ডাকাতকে আটক করতে সক্ষম হয় তারা। পরে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী লুন্ঠিত হওয়া সকল মালামাল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ ৬টি মামলা রয়েছে।

ডাকাত সর্দ্দার কোরবান আলী ৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ফেরারি ছিল।

পুলিশের সূত্রগুলো জানায়, এ সব ডাকাত সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রীর ছদ্মবেশে মানুষের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে খোজ-খবর নিয়ে রাতেরবেলা ডাকাতি করতো।

দামুড়হুদায় নদী থেকে অবৈধ বাঁধ অপসারণ, এক জেলের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রঘুনাথপুর মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এই বাঁধ অপসারণ শুরু করা হয়।

উপজলার সুবলপুর থেকে বাস্তপুর পর্যন্ত প্রায় ১০টি বাঁধ ও কোমর অপসারণ করা হয়। এসময় অবৈধ ভাবে নদীতে বাঁধ দেওয়ায় অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে দন্ডবিধির ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারায় সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামে এক জনের সাঁত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালতের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। সাইফুল ইসলাম দামুড়হুদার সুবলপুর গ্রামের আজগার আলির ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মাথাভাঙ্গা নদীতে অবৈধ ভাবে বাঁধ ও কোমর ঘিরে অবাধে মাছ শিকার করা হচ্ছে। নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নদীর স্রোত বাঁধাগ্রস্থ করে মাছ শিকার আইনগতভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দেয়ার কারণে স্রোত বাঁধাগ্রস্থ হয়ে পলি পড়ে নদীর তলদেশ ভরাট হচ্ছে।

এছাড়াও মাছের ছোট ছোট পোনা মা মাছ ধরা পড়ার কারণে বিলিন হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ। নদী ও দেশীয় প্রজাতীর মাছ রক্ষার্থে এই অভিযান চালানো হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আয়ুব আলি ও ক্ষেত্র সহকারী হসিবুল হাসান সুজন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

থেকে পারভিনা ও সোহেলের পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে।

এক পর্যায়ে বোঝাতে সক্ষম হলে গত কাল পক্ষদ্বয়কে নিয়ে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পারভিনা ও সোহেল কে সংসারে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সালিশ পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা।

মউক সংস্থা মূলত এ ধরণের পারিবারিক কলহ, নারী নির্যাতন ঘটনার সমাধানসহ ভুক্তভোগী পক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গা সদর থানার বোয়ালমারী গ্রামে গত সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে গড়গড়ি গ্রামের সাব্বির (১৮)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের কালুর ছেলে সাব্বির (১৮) গত দেড় মাস পূর্বে একই ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামে বিবাহ করে।

সাব্বির গত কয়েকদিন পূর্বে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সাব্বির তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও গত সোমবার সন্ধ্যায় শ্বশুরের দেওয়া টাকা নিয়ে বন্ধুদের সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পোশাক কিনতে যায়। সাব্বির মোটরসাইকেল চালালেও তার সাথে ছিলো আরো দুই বন্ধু।

দ্রুত গতিতে ছুটে চুয়াডাঙ্গার পথে বোয়ালমারী মাঠের নিকট মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে সাব্বিরসহ তার বন্ধুরা গুরুতর আহত হয়।

এসময় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করে। খবর পাওয়া পর্যন্ত সাব্বিরের দুই বন্ধু আশংকাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

কুষ্টিয়ার বীজ বাদাম চাষে কৃষকদের মুখে হাসি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বীজ বাদাম চাষে কৃষকদের মুখে হাসি ও ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যে অর্থকরী সোনালী ফসল এ বীজ বাদাম ক্ষেত থেকে উত্তোলন করে চাষীদের অনেকে ঘরে তুলেছেন আবার কেউ বীজ বাদাম রৌদ্রে শুকাতে ব্যস্ত রয়েছেন।

খরচের পাঁচগুন লাভ হওয়ায় বীজ বাদাম চাষ করে চাষীদের একদিকে যেমন সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরেছে, অপরদিকে তারা হচ্ছেন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী।

দৌলতপুরসহ জেলায় আগামী মৌসুমে বাদাম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯৪০ হেক্টর জমিতে। এরমধ্যে দৌলতপুরের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৭৫৫ হেক্টর জমি। আর বাদাম চাষের লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান মৌসুমে বীজ বাদাম চাষ করা হয়েছে ৪৩৮ হেক্টর জমিতে।

অতিবৃষ্টি ও প্রতিকুল আবহাওয়ার কারনে বীজ বাদামের ফলন কিছুটা কম হলেও দাম বেশী হওয়ায় তা পুসিয়ে নিচ্ছেন চাষীরা। বিঘা প্রতি বীজ বাদাম চাষে চাষীদের খরচ হয়েছে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি নূন্যতম পাঁচ মন হারে ফলন হওয়ায় বীজ বাদামের বর্তমান বাজার পাঁচ হাজার টাকা মন হিসেবে খরচের পাঁচগুন লাভের মুখ দেখছেন চাষীরা। এতে তারা চরম খুশি।

দৌলতপুরের ময়রামপুর গ্রামের বীজ বাদাম চাষী সামেদুল ইসলাম ও খুরশিদ আলম জানান, তারা চলতি মৌসুমে বীজ বাদাম চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। বিঘাপ্রতি মাত্র চার হাজার টাকা খরচ করে তারা খরচের পাঁচগুন আয় করেছেন। এদিকে ক্ষেতের বাদাম উত্তোলন করে বীজ ঝরিয়ে বাদামের গাছ গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এতেকরে বাদাম চাষীদের বীজ ঝরানোর খরচও সাশ্রয় হয় আবার গবাদি পশুর খাদ্য চাহিদাও পুরণ হয়ে থাকে।

বীজ বাদাম চাষে সরকারী প্রনোদনা ও পরামর্শ দিয়ে চাষীদের সার্বিক সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন দৌলতপুর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. নূরুল ইসলাম। বছরের আর্থিক চাহিদা পুরণে চাষীদের স্বপ্লকালীন সময়ের জন্য বীজ বাদাম চাষ হতে পারে অর্থ নির্ভরতার অন্যতম সহায়ক। সেক্ষেত্রে বীজ বাদাম চাষে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের।

গাংনীতে কিশোরের ডাক এর উদ্যোগে এতিমখানায় শীতবস্ত্র বিতরণ

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উদ্দ্যোগে গাংনীর চৌগাছা দারুল ইয়াতিম এতিমখানার ছাত্রদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এতিম শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এতিমখানা চত্বরে অনুষ্ঠিত বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এতিমখানার সুপার মোঃ রইচউদ্দীন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ওয়ালটন এর স্বত্বাধিকারী মাহাবুবুল বারী সাজু, মোঃ সামসুজ্জাহা ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন সহ কিশোরের ডাক এর সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান এর নেতৃত্বে সাধারন ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক। এই সংগঠন বিভিন্ন সময় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রসায় শিক্ষা উপকরণ, কোরআন শরীফ ও এবং শীতের সময় শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

গাংনীর চৌগাছা পশ্চিমপাড়াস্থ এতিমখানায় ৪৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এসময় বক্তারা কিশোরের ডাক এর সদস্যরা নিজেদের সামান্য অর্থ বাঁচিয়ে এতিম শিশুদের জন্য যে মহতী উদ্দোগ নিয়েছেন তার জন্য কিশোরের ডাক এর সকল সদস্য কে অভিনন্দন জানান। সমাজের যুব সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা অনুকরনীয় হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু মিলন ও আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বন্ধুমেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনি কক্ষে আমদাহ ইউনিয়ন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদরের সাবেক কমান্ডার আবুল কাসেম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ও আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজউদ্দীন সহ শাহেবপুর ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকতানরুন নবী

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন থেকে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দীন, ঝাউবাড়িয়া থেকে আসা আজিজুল হক,ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন কমান্ড বজলুর রহমান সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারা উপস্থিত ছিলেন।